গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র অধিদপ্তর
বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা)
৭-৯, কাওরান বাজার. ঢাকা-১২১৫।

নং-২৪.০২.০০০০.০০৫.১৮.০৪১.১৯-২৫৯ তারিখ: ২৭/০৬/২০১৯ ইং।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জেমটেক্স কম্পোজিট লিমিটেড,
অফিস: স্কাইলার্ক পয়েন্ট (৪র্থ তলা) ২৪/এ, বিজয়নগর, ১৭৫ এস.এস নজরুল ইসলাম স্মরণী, পল্টন মডেল থানা, ঢাকা-১০০০।
কারখানা: মুলাইদ, মাওনা, টেংরা, শ্রীপুর, গাজীপুর।

বিষয়: কারখানার অনুকূলে অনাপত্তি পত্র প্রদান প্রসংগে।
সূত্র: আপনাদের ২৭/০৬/২০১৯ ইং তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত আবেদনের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র অধিদপ্তরে একটি নথি খোলা হয়েছে যার নথি নম্বর-২৪.০২.০০০০.০০৫.১৮.০৪১.১৯। আপনার প্রস্তাবিত বস্ত্রশিল্প জেমটেক্স কম্পোজিট লিমিটেড, অফিস: স্কাইলার্ক পয়েন্ট (৪র্থ তলা) ২৪/এ, বিজয়নগর, ১৭৫ এস.এস নজরুল ইসলাম স্মরণী, পল্টন মডেল থানা, ঢাকা-১০০০ এবং কারখানা: মুলাইদ, মাওনা, টেংরা, শ্রীপুর, গাজীপুর শিল্প উপখাত: "টেক্সটাইল কম্পোজিট'' এর অনুকূলে বস্ত্র অধিদপ্তরে অনাপত্তি পত্রের জন্য আবেদন করেছেন।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ''বর্তমানে আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ এর ৮(১৬)(ঈ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্যাপিটাল মেশিনারী এবং প্রাথমিক যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য আমদানি নিবন্ধন সনদ পত্র (আই,আর,সি) ছাড়াই এল,সি খোলা যাইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট হইতে আই,আর,সি অব্যাহতিপত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। অবাধ সেক্টরভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় ক্যাপিটাল মেশিনারী ও যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য পোষকের কোন আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পত্রের প্রয়োজন হইবে না''।

এছাড়া, কারখানাটির অনুকূলে বিদ্যমান রেজিষ্ট্রেশন (নিবন্ধন) করতে হলে কারখানাটির অনুকূলে মেশিনারীজ আমদানী/স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করত: কারখানায় স্থাপনের পর আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি (এলসি, বিল অফ এন্ট্রি, ইনভয়েস, বিল অফ লেডিং এবং এগুলোর নম্বর, তারিখ, মূল্য ও পরিমান সহ কম্পাইল তালিকা ব্যাংকের প্যাডে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত) এবং স্থানীয় ভাবে সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্রয়ের চুক্তিপত্র দলিল এর কপি (নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত), মেশিনারীজের তালিকা, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান ও সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, কারখানা স্থাপনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনাপত্তিপত্র, বহুতল ভবন হলে লোড বিয়ারিং/উপযুক্ততার সনদ, কারখানা/ভবনের দলিলপত্র, ভাড়ায় হলে ভাড়ার চুক্তিপত্র দলিল, আয়কর সনদ, ঋণ থাকলে ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত কাগজপত্র, ব্যাংক সলভেন্সি, পি আই ভিসা, পরিবেশ ছাড়পত্র, লিমিটেড কোম্পানী হলে সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন ও মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অফ এসোসিয়েশন ইত্যাদিসহ বস্ত্র অধিদপ্তরের নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে আবেদন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে, জারীকৃত পত্রটি বস্ত্র অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dot.gov.bd এ পাওয়া যাবে।

ধন্যবাদান্তে
২৭/০৬/২০১৯
(মো: মাহফুজুর রহমান)
সহকারী-পরিচালক (কারিগরি)
মহাপরিচালক বস্ত্র অধিদপ্তরের পক্ষে।
e-mail: adplanning@dot.gov.bd
ফোন: ০২-৫৫০১৩৬২৪।